Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ চৈত্র ১৪৩২

DU in Media

13 April 2026

দৈনিক বাংলা

ঢাবিতে প্রথমবর্ষ শিক্ষার্থীদের পাঠদান শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২০২৬ সেশনের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের পাঠদান গতকাল রোববার থেকে শুরু হয়েছে। এদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন।

এছাড়া, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক এবং ফার্মেসি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজাসহ অন্যান্য অনুষদের ডিনরাও নিজ নিজ অনুষদভুক্ত বিভাগের শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনকালে তারা শিক্ষক ও নবাগত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কুশল বিনিময় করেন। কঠোর প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান তারা।

নবাগত শিক্ষার্থীদের দিক-নির্দেশনা দিয়ে তারা বলেন, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধার বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পড়াশোনা ও গবেষণার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া, সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন ভাষাগত ও সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের ওপরও জোর দেন তারা।

এসব দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী ক্লাবসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তারা শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। একইসঙ্গে দক্ষ তরুণ প্রজন্মের হাত ধরে নতুন বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বলেও তারা আশা প্রকাশ করেন।

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ঢাবিতে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু

প্রবা প্রতিবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ক্লাস শুরু হয়েছে। গতকাল রবিবার প্রথম দিনের ক্লাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন এবং শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন।

এছাড়া কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হকসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন নিজ নিজ অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন।

শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনকালে তারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কুশলাদি বিনিময় করেন। নবাগত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তারা বলেন, কঠোর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মেধা বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন ভাষাগত ও সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে। দক্ষ তরুণ প্রজন্মের হাত ধরেই নতুন বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবি প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ক্লাস শুরু

আলোকিত ডেস্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ সেশনের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ক্লাস গতকাল রোববার শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের পরিচিতি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। এছাড়া, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক, ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা-সহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন নিজ নিজ অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। এসময় সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শনকালে তারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং কুশলাদি বিনিময় করেন। নবাগত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে তারা বলেন, কঠোর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। সূত্র: সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আমার দেশ

ঢাবিতে ফুল গোজানো র‍্যালী

■ সংগ্রাম ডেস্ক

পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃ-গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের প্রধান সামাজিক উৎসব বিষু-বিষু-বিহু-বৈসুক-সাংগ্রাই-সাংগ্রাইং-থাংগ্রেন-সাংক্রান-চাংক্রান-পাতা উপলক্ষ্যে গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে আলোচনা সভা, র‍্যালি, ফুল ভাসানো-সহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ' এই কর্মসূচির আয়োজন করে। এসময় অন্যান্যের মধ্যে জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদের সহ-সভাপতি শান্তিময় চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

The Bangladesh Today

Social festival of ethnic communities celebrated at DU

DHAKA : The main social festival of the ethnic communities of the Chattogram Hill Tracts-'Bijhu, Bishu, Bihu, Baisuk, Sangrai, Shangraing, Thanggren, Sangkran, Changkran and Pata'-was celebrated in a festive atmosphere at Dhaka University (DU) yesterday, reports BSS.

Various programmes, including a discussion, a colorful procession and floating flowers in the water, were organized at the university's Jagannath Hall.

DU Pro-Vice Chancellor (Administration) Professor Dr Saima Haque Bidisha inaugurated the programme, organised by the 'Dhaka University Zoom Literary and Cultural Society'.

Jagannath Hall Provost Debashish Pal and Dhaka University Zoom Literary and Cultural Society Vice-President Shantimoy Chakma, among others, were present at the event.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ চৈত্র ১৪৩২

DU in Media

13 April 2026

The Country Today

DU Sir A.F. Rahman Hall Annual Sports Day held

DU Correspondent

Bayezid Bostami Sijan, a student of the Department of Islamic History and Culture, emerged as the champion and Md. Tofail Ahmed, a student of the Department of Philosophy, emerged as the runner-up in the annual sports competition held at Sir A.F. Rahman Hall, Dhaka University.

The Pro-Vice Chancellor (Admin), Prof Dr. Saima Haque Bidisha, who is also the routine responsibilities of the Vice Chancellor of Dhaka University, inaugurated the competition as the chief guest on Sunday morning at the Central Playground.

After the game, Dean of the Faculty of Law of the university, Professor Dr. Mohammad Ikramul Haque, as the chief guest, distributed prizes among the winners.

The award distribution ceremony was presided over by Sir A.F. Rahman Hall Principal Professor Dr. Kazi Mahfuzul Haque Supan. Dhaka University Athletics Committee President Professor Dr. SM Arif Mahmud, DUCSU VP Sadiq Kayem, Sports Secretary Arman Hossain, Acting Director of Physical Education Center SM Zakaria, along with various hall principals, residential teachers, hall council leaders and students were present.

সংবাদ

এফ রহমান হল ক্রীড়ায় সিজান চ্যাম্পিয়ন

সংবাদ স্পোর্টস ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্যার এ .এফ রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী বায়েজিদ বোস্তামী সিজান চ্যাম্পিয়ন এবং দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী মো. তোফায়েল আহাম্মেদ রানার আপ হয়েছেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা গতকাল সকালে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক পুরস্কার বিতরণ করেন। স্যার এ এফ রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কাজী মাহফুজুল হক সুপণ-এর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম আলো

চারুকলায় রঙিন প্রস্তুতি

বাংলা বর্ষবরণ

এবারের আয়োজনের মূল দায়িত্বে চারুকলার ৭১তম ব্যাচ। এবারের প্রতিপাদ্য 'নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান'।

আজকের পত্রিকা

সংবাদ

বর্ষবরণ: ঢাবিতে মঙ্গলবার যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, আজ রাত থেকে কড়াকড়ি

প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ষবরণ: ঢাবিতে মঙ্গলবার যানব...

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ চৈত্র ১৪৩২

DU in Media

13 April 2026

খোলা কাগজ

পহেলা বৈশাখের শোভাযাত্রার জন্য যাবতীয় উপকরণ তৈরিতে ব্যস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষার্থীরা। ছবিটি গতকাল তোলা — খোলা কাগজ

বর্ষবরণে প্রস্তুত চারুকলা শোভাযাত্রা সকাল ৯টায়

পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সব ধরনের যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ

ঢাবি প্রতিবেদক

বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্যদিয়ে আগামী মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বাংলা নববর্ষ-১৪৩৩ উদযাপিত হবে। উৎসবমুখর পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের সার্বিক প্রস্তুতি এরইমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

গতকাল রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। 'নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনরুত্থান'—এ প্রতিপাদ্য নিয়ে এ বছর 'বৈশাখী শোভাযাত্রা' চারুকলা অনুষদের সামনে থেকে সকাল ৯টায় বের করা হবে। সকাল ৮টা থেকে শোভাযাত্রার প্রস্তুতি চলবে। শোভাযাত্রাটি চারুকলা অনুষদের ৩ নম্বর (উত্তর) গেট থেকে

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

পহেলা বৈশাখের সেকাল

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক উৎসব। ধর্ম, বর্ণ সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে বাঙালি জাতি এ দিনটিকে মহাসমারোহে উদযাপন করে। ফলে সেকালের পহেলা বৈশাখ আর একালের পহেলা বৈশাখ— এ দুইয়ের মাঝে ব্যবধান যেমন বিশাল, তেমনি রয়েছে এক সুসংহত ঐক্য।

বাংলা সনের ইতিহাস আমাদের নিয়ে যায় মুঘল আমলে, বিশেষ করে সম্রাট আকবরের শাসনামলে। হিজরি চান্দ্র পঞ্জিকা কৃষিকাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় রাজস্ব আদায়ে সমস্যা হচ্ছিল। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আকবর তার দরবারের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতুল্লাহ শিরাজিকে নতুন পঞ্জিকা তৈরির নির্দেশ দেন। এর ফলেই জন্ম নেয় 'ফসলি সন', যা পরবর্তী সময়ে 'বঙ্গাব্দ' নামে পরিচিত হয়। এ নতুন সনের সূচনা ছিল মূলত অর্থনৈতিক— কৃষকদের সুবিধামতো কর আদায়ের একটি ব্যবস্থা। পৃথিবীর বিভিন্ন সন-তারিখ ব্যক্তির জন্ম, ব্যক্তির সফল-এ ধরনের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলা সন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন-এই বর্ষপঞ্জির নামকরণ একটি জাতিগোষ্ঠী বা অঞ্চলের নামের ওপর হয়েছে। নতুন এ সালটি আকবরের রাজত্বের ২৯তম বর্ষে প্রবর্তিত হলেও তা গণনা করা হয় ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর থেকে, কারণ এদিন আকবর দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

যাপনে উদযাপনে পহেলা বৈশাখ বাঙালি জাতিসত্তার মূলে থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনেই এটি রূপান্তরিত হয়েছে এক বিশাল সাংস্কৃতিক উৎসবে। ১৯ শতকের বাংলার পহেলা বৈশাখ ছিল মূলত গ্রামীণ জীবনের অংশ। তখনকার সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক এবং মানুষের জীবন ছিল প্রকৃতিনির্ভর। ফলে নববর্ষ উদযাপনেও প্রকৃতির সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। উৎসব শুরু হতো চৈত্রসংক্রান্তি থেকেই... অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিন থেকেই। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা, উঠান লেপা, নতুন কাপড় প্রস্তুত— সবকিছুতেই ছিল শুদ্ধির একটি ধারণা। বিশ্বাস ছিল, বছরের প্রথম দিনটি যদি পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খলভাবে শুরু হয়, তবে পুরো বছরই ভালো কাটবে। চৈত্রসংক্রান্তির দিনেও গ্রামগঞ্জে খাওয়া নিয়ে আলাদা একটি রীতি ছিল। সেটা হলো-১৯ রকমের কুড়ানো শাক খাওয়া। মূলত বাড়ির আলানে-পালানে, পথেঘাটে, আইলে প্রাকৃতিকভাবে যেসব শাক জন্ম নেয়, সেগুলো কুড়িয়ে এনে রান্না করা হতো। এ ছাড়া চৈত্রসংক্রান্তিতে বেশ কিছু লোকাচারমূলক অনুষ্ঠান থাকত। যেমন চড়কপূজা, সংক্রান্তির মেলা ইত্যাদি।

'আমানি' ছিল একটি বিশেষ লোকজ আচার। চৈত্রসংক্রান্তির রাতে চাল ভিজিয়ে রেখে, পহেলা বৈশাখের সকালে সেই পানি পান করা এবং শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হতো। এটি ছিল স্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনার প্রতীক। যা এসময় এসে পান্তা ইলিশে রূপান্তরিত হয়।

শুরুর দিকে পহেলা বৈশাখের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল 'পুণ্যাহ'। এটি ছিল খাজনা আদায়ের দিন, তবে একই সঙ্গে এটি জমিদার ও প্রজার মধ্যে সম্পর্কের একটি সামাজিক রূপও ছিল। প্রজারা নতুন পোশাক পরে জমিদারের কাছে যেত, খাজনা দিত এবং বিনিময়ে আপ্যায়ন পেত। এ প্রথা জমিদারি ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকলেও এর মধ্যে একটি সামাজিক সৌহার্দের দিকও ছিল, যা আজকের দিনে আর দেখা যায় না।

গ্রামীণ মেলাগুলো ছিল পহেলা বৈশাখের প্রাণ। বাউল গান, যাত্রাপালা, লাঠিখেলা, কুস্তি— এসবই ছিল বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। শিশুদের জন্য মাটির খেলনা, বাঁশি, পুতুল ছিল আকর্ষণের কেন্দ্র। বাহারি দোকান পাট, ঘোড় দৌড়, মহিষের লড়াই, হাঁড়িভাঙা খেলার আয়োজন থাকত। এ সময়ের পহেলা বৈশাখ ছিল একেবারেই অ-বাণিজ্যিক, সহজ এবং মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। শহরাঞ্চলে এর প্রভাব কমে এলেও গ্রামগঞ্জে এখনো মেলার আবেদন রয়ে গেছে। বছরের প্রথম দিন শুরু হওয়া মেলা কোথাও হয় এক দিন আবার কোথাও চলে সপ্তাহব্যাপী। এ মেলার মাধ্যমে বাঙালির ঐতিহ্য ও লোকজ সংস্কৃতির অনেক কিছু তুলে ধরা হয়। মেলায় হস্তশিল্প, মাটির খেলনা, কাঠ ও বাঁশের সামগ্রী, তাঁতবস্ত্র, গয়নার তো পণ্য বিক্রি হয়, যা লোকজ পণ্য ও কুটিরশিল্পের প্রসারে সহায়ক। এ ছাড়া নানা খাদ্যসম্ভার থাকে মেলায়। এর মধ্যে আছে মুড়ি, মুড়কি, খই, নিমকি, সন্দেশ, বাতাসা, নকশি পিঠা ইত্যাদি।

পহেলা বৈশাখের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'হালখাতা'। নতুন বছরের শুরুতে ব্যবসায়ীরা নতুন খাতা খুলতেন এবং পুরনো হিসাব বন্ধ করতেন। খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি খাওয়ানো হতো— এটি ছিল সম্পর্ক পুনর্নবীকরণের একটি সামাজিক আচার। আজও এই প্রথা টিকে আছে, যদিও এর গুরুত্ব অনেকটাই কমে গেছে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়তে থাকে। এ সময় পহেলা বৈশাখ নতুন একটি অর্থ পায়— এটি হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রতীক। ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখন রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করে, তখন সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট' প্রতিবাদ হিসেবে রমনার বটমূলে নববর্ষ উদযাপন শুরু করে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান 'এসো হে বৈশাখ' গাওয়া হতো। এ অনুষ্ঠানটি শুধু সাংস্কৃতিক নয়, রাজনৈতিক বার্তাও বহন করত— এটি ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক মুক্তির ঘোষণা।

১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' শুরু হয়। এটি ছিল স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের একটি সৃজনশীল রূপ। বিভিন্ন মুখোশ, প্রতীকী প্রাণী এবং শিল্পকর্মের মাধ্যমে এ শোভাযাত্রা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বার্তা দেয়। ২০১৬ সালে ইউনেস্কো এটিকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

বর্তমানে পহেলা বৈশাখ একটি বিশাল অর্থনৈতিক ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। এটি এখন শুধু সংস্কৃতি নয়, অর্থনীতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পান্তা-ইলিশ এখন পহেলা বৈশাখের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হলেও এটি আসলে একটি আধুনিক সংযোজন। ১৯৮০-এর দশকে এটি জনপ্রিয়তা পায়।

অনেকে এটিকে 'নির্মিত ঐতিহ্য' বলে মনে করেন, কারণ এটি গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের খাদ্যকে শহুরে 'আভিজাত্যে' রূপান্তর করেছে। বর্তমানে লাল-সাদা পোশাক পহেলা বৈশাখের একটি পরিচিত রূপ। ফ্যাশন হাউসগুলো এ সময়ে নতুন সংগ্রহ নিয়ে আসে। করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো স্পন্সরশিপ ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ উৎসবকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে। সোশ্যাল মিডিয়া এখন পহেলা বৈশাখ উদযাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অনলাইন কেনাকাটা, ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান-সবকিছুই এ উৎসবকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। পহেলা বৈশাখ এখন হাজার হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক কার্যক্রম সৃষ্টি করে। পোশাক, খাবার, ই-কমার্স, পর্যটন-সব খাতেই এর প্রভাব রয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কারুশিল্পীদের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ। তারা তাদের পণ্য শহরের বাজারে বিক্রি করতে পারেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পহেলা বৈশাখ নিয়ে কিছু বিতর্কও দেখা গেছে, বিশেষ করে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র নাম পরিবর্তন নিয়ে। এটি প্রমাণ করে যে, এ উৎসব এখনো একটি জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল সামাজিক বাস্তবতা। পহেলা বৈশাখের ইতিহাস আমাদের দেখায় কীভাবে একটি প্রশাসনিক প্রয়োজন থেকে জন্ম নেওয়া একটি দিন ধীরে ধীরে একটি জাতির আত্মপরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ১৯ শতকের ঘরোয়া আচার, ২০ শতকের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং ২১ শতকের বাণিজ্যিক বিস্তার-সবকিছু মিলিয়ে পহেলা বৈশাখ আজ এক বহুমাত্রিক উৎসব। তবে প্রশ্ন রয়ে যায়— এ বাণিজ্যিকতার ভিড়ে আমরা কি সেই শুদ্ধতার চেতনা হারিয়ে ফেলছি? সম্ভবত না। অথবা হারিয়ে ফেলেছি

আমার দেশ

বাংলা নতুন বছর বরণে প্রস্তুত ঢাবির চারুকলা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

পুরোনো সব জীর্ণতা ও গ্লানি ভুলে বাংলা নতুন বছরকে বরণ করতে প্রস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা অনুষদ। 'নববর্ষের ঐকতান, গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণ' প্রতিপাদ্যে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে আগামীকাল পহেলা বৈশাখ সকাল ৯টায় শুরু হবে বৈশাখী শোভাযাত্রা।

শোভাযাত্রা ঘিরে চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণে বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ। শোভাযাত্রাকে বর্ণিল করে তুলতে দিন-রাত কাজ করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। বাঁশ, কাঠ ও কাগজের কাঠামোর ওপর তৈরি করা হচ্ছে বিশালাকৃতির মোটিফ, যা রংতুলির ছোঁয়ায় পাচ্ছে প্রাণবন্ত রূপ।

জয়নুল গ্যালারির সামনে চলছে মাটির সরায় আলপনা আঁকা, মুখোশ তৈরি এবং গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী চিত্র ফুটিয়ে তোলার কাজ। পাশাপাশি নিজেদের তৈরি শিল্পকর্ম বিক্রি করে শোভাযাত্রার তহবিল সংগ্রহ করছেন শিক্ষার্থীরা। এবারের শোভাযাত্রায় লোকজ ঐতিহ্যের মিশেলে পাঁচটি প্রধান মোটিফ রাখা হয়েছে—মোরগ, দোতারা, কাঠের হাতি, পায়রা ও টেপা ঘোড়া। এসব প্রতীকের মাধ্যমে শক্তি, সৃজনশীলতা, শান্তি, গৌরব ও গতিময়তার বার্তা তুলে ধরা হবে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতিটি মোটিফেই প্রতিফলিত হবে বাংলার লোকঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার গভীর অনুষঙ্গ।

শোভাযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আজহারুল ইসলাম শেখ বলেন, 'আমাদের শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এবারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বার্তাও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।' তিনি আরো জানান, ভোরের মোরগের ডাক যেমন নতুন দিনের সূচনা নির্দেশ করে, তেমনি এবারের মোটিফগুলো নতুন জাগরণের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, শোভাযাত্রাটি চারুকলা অনুষদের ৩ নম্বর (উত্তর) গেট থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ থানার সামনে গিয়ে ইউ-টার্ন নেবে। এরপর রাজু ভাস্কর্য ও টিএসসি প্রাঙ্গণ অতিক্রম করে দোয়েল চত্বর হয়ে বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে পুনরায় চারুকলায় এসে শেষ হবে।

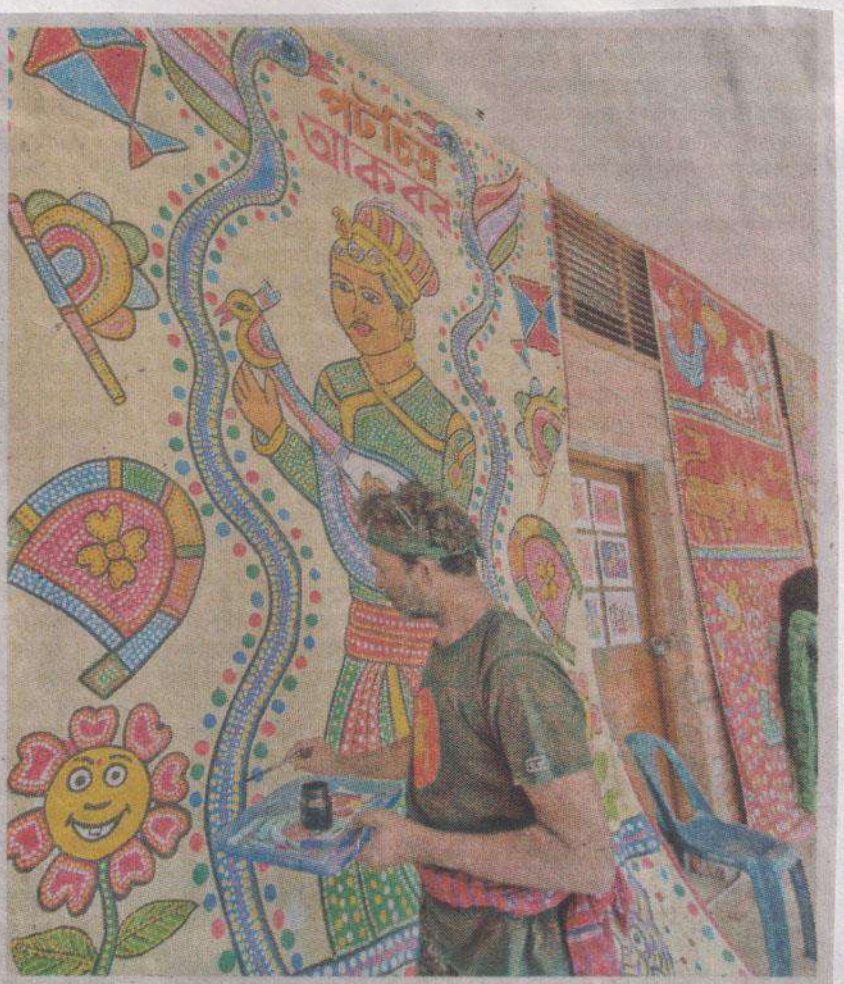

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় আঁকা গ্রাফিতিতে শিল্পীর তুলির শেষ আঁচড় © আমার দেশ

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ চৈত্র ১৪৩২

DU in Media

13 April 2026

কালবেলা

আগামীকাল পহেলা বৈশাখ। উৎসবে মাটির জিনিসপত্র কমবেশি সবারই মন কাড়ে। এ সময় বাহারি এই তৈজসপত্রের বিক্রিও বেশ বেড়ে যায়। তাই এগুলোকে প্রস্তুত করতে রাত জেগেই রঙের শেষ ছোঁয়া দিচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা। রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরে তোলা ›› রনি বাউল

চৈত্রের শেষ আলোয় বিদায় নিচ্ছে ১৪৩২

আজ চৈত্রসংক্রান্তি

কালবেলা প্রতিবেদক ››

আজ চৈত্রসংক্রান্তি, বিদায় নিচ্ছে বাংলা ১৪৩২ সন। সময়ের নিরন্তর প্রবাহে আরেকটি বছর মিলিয়ে যাচ্ছে মহাকালের গর্ভে। চৈত্রের শেষ সূর্যাস্ত যেন পেছনে ফেলে যাচ্ছে ক্লান্তি, ক্ষয় আর স্মৃতির ধুলো, আর নতুন ভোরের দিগন্তে অপেক্ষা করছে বাংলা নতুন বছর ১৪৩৩-এর প্রথম আলো। পুরোনোকে বিদায় আর নতুনকে বরণ করার এই সন্ধিক্ষণই চৈত্রসংক্রান্তিকে বাঙালির সংস্কৃতিতে এক অনন্য আবেগে রূপ দিয়েছে।

একসময় চৈত্রসংক্রান্তিই ছিল এ অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ লোকউৎসব। আজও সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় দিনটি ঘিরে নানা আচার-অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক আয়োজন হয়ে থাকে। বছরের শেষ দিনে অনেকে বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন, আবর্জনা অপসারণের পাশাপাশি কেউ কেউ বাড়ির আশপাশে ধোঁয়া দিয়ে পরিশুদ্ধতার প্রতীকী আচার পালন করেন। এটি শুধু গৃহ পরিচ্ছন্নতা নয়, বরং বিগত বছরের অকল্যাণ, ক্লেশ ও অশুভ শক্তিকে বিদায় জানানোর এক প্রাচীন বিশ্বাসও বটে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই এই দিনে ঘরের আঙিনা, উঠান কিংবা বারান্দায় আলপনা আঁকেন। শাস্ত্র ও লোকাচার অনুযায়ী, চৈত্রসংক্রান্তিতে স্নান, দান, ব্রত ও উপবাসকে পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, এতে বিগত বছরের দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়ে নতুন বছর শুভ ও কল্যাণময় হয়ে ওঠে।

চৈত্রসংক্রান্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ঐতিহ্যবাহী খাদ্যসংস্কৃতি। অতীতে এই দিনে তিক্ত স্বাদের নানা ধরনের শাকসবজি রান্নার প্রচলন ছিল। এসব শাক বাজার থেকে কেনা নয়, বরং গ্রামীণ পরিবেশের ঝোপঝাড়, ভিটে বা বাড়ির আশপাশ থেকেই সংগ্রহ করা হতো। সাত কিংবা এগারো রকম তিক্ত শাকের মিশেলে তৈরি এই খাবার শুধু স্বাদেই বৈচিত্র্য আনত না, বরং গ্রীষ্মকালীন রোগ প্রতিরোধেও কার্যকর বলে মনে করা হতো। তবে নগরায়ণ ও আধুনিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনে এই ঐতিহ্য এখন অনেকটাই হারিয়ে যেতে বসেছে।

চৈত্রসংক্রান্তি ঘিরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী চড়ক ও নীলপূজার আয়োজন হতো এবং এখনো কিছু এলাকায় তা টিকে আছে। চড়কপূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ মেলা বসত, যেখানে লোকজ সংস্কৃতি, কারুশিল্প, খেলাধুলা ও মিষ্টান্নের পসরা সাজানো থাকত। লাঠিখেলা, যাত্রা, গান, সংঘাত্রা ও রায়বেশে নৃত্যের মধ্য দিয়ে দিনটি হয়ে উঠত বর্ণিল উৎসবের প্রতিচ্ছবি।

রাজধানী ঢাকাতেও আজ নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে চৈত্রসংক্রান্তি উদযাপিত হচ্ছে। বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় অনুষ্ঠিত হবে বাংলা বর্ষবিদায় ১৪৩২ উপলক্ষে বিশেষ সাংস্কৃতিক আয়োজন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন দেশবরেণ্য শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিন, কুদ্দুস বয়াতি, পূজা সেনগুপ্তসহ আরও অনেকে।

একই দিনে রাজধানীর চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলবে আরেকটি সাংস্কৃতিক আয়োজন। সেখানে লোকসংগীত, নৃত্য ও শিল্পচর্চার নানা ধারা উপস্থাপিত হবে। পাশাপাশি ১৫ ও ১৬ এপ্রিল বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী এবং 'প্রত্যয় বাংলাদেশ'-এর পরিবেশনায় 'বাগদত্তা' ও 'দেবী সুলতানা' শীর্ষক যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হবে।

রমনাসহ আশপাশে ধারালো বস্তু মুখোশ ব্যাগ দাহ্য পদার্থ বহন নিষিদ্ধ

কালবেলা প্রতিবেদক ››

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে নিরাপত্তা জোরদারে রমনা পার্ক ও তার আশপাশের এলাকায় মুখোশ, ব্যাগ, ধারালো বস্তু ও দাহ্য পদার্থ বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি ফানুস, আতশবাজি এবং শব্দদূষণ সৃষ্টিকারী বাঁশি ব্যবহারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

গতকাল রোববার বিকেলে রমনা পার্কের বটমূলে আয়োজিত নিরাপত্তা মহড়া পরিদর্শন শেষে ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সারোয়ার এসব নির্দেশনার কথা জানান। তিনি বলেন, ১৪ এপ্রিল রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিপুল মানুষের সমাগম হবে। যাতে সবাই নির্বিঘ্নে উৎসব উপভোগ করতে পারে, সেজন্য ডিএমপি ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে।

নিরাপত্তা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পুরো মহানগরীকে ৯টি সেক্টর ও ১৪টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি এলাকায় ইউনিফর্ম ও সাদা পোশাকে বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্য মোতায়েন থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে ডগ স্কোয়াড ও বোম্ব ডিসপোজাল টিম দিয়ে সুইপিং কার্যক্রম চালানো হবে। নিরাপত্তা জোরদারে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ১৪টি পয়েন্টে ব্যারিকেড বসানো হবে। প্রতিটি প্রবেশপথে আর্চওয়ে ও হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে তল্লাশি করা হবে।

এ ছাড়া সিসিটিভি, ভিডিও ক্যামেরা ও ড্রোনের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি থাকবে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার ও রুফটপেও বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করা হবে। ইভটিজিং, ছিনতাই ও পকেটমার প্রতিরোধে সাদা পোশাকে বিশেষ টিম কাজ করবে। হকারদের অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ঠেকাতেও থাকবে আলাদা নজরদারি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ও অপপ্রচার রোধে সাইবার পেট্রোলিং জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে চলছে পহেলা বৈশাখের ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। রংতুলির আঁচড়ে, কাগজ ও বাঁশ-কাঠের কাঠামোয় তৈরি হচ্ছে বাঘ, প্যাঁচা, পাখি থেকে শুরু করে নানা লোকজ মোটিফ। এসব দেখতে আসছেন দর্শনার্থীরা। গতকাল রোববার চারুকলা প্রাঙ্গণে সমকাল

কালের কণ্ঠ

কাল পহেলা বৈশাখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের উদ্যোগে বৈশাখের শোভাযাত্রার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। তৈরি মুখোশগুলো গুছিয়ে রাখছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল তোলা। ছবি : মোহাম্মদ আসাদ